দশ বছর উপবাসরত শর্মিলার আবেদন

তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ
আমার জীবন শেষ হয়ে গেলে
আমার নিশ্চল দেহটাকে নিয়ে গিয়ে
ফাদার কবরুর গোরে নামিয়ে রেখো

আমার মৃত দেহটাকে
কুঠার আর কোদালের কোপে খণ্ড খণ্ড করে
আগুনের শিখায় পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে —
এ কথা ভাবতেও আমার মন কেঁদে ওঠে

শরীরের চামড়াগুলো নিশ্চয় শুকিয়ে ঝরে যাবে
শরীরটাকে মাটির নিচে পচতে দিও
দেখো ওটা যেন ভাবী প্রজন্মের কোন কাজে লাগে
ওটা যেন খনির আকরিকে পরিণত হয়

আমার জন্মভূমি কাঙলেই থেকে
আমি শান্তির সুবাস ছড়িয়ে দিতে চাই —
আগামী দিনগুলোতে
এই সুবাস যেন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

আজ আমরা এমন এক মেয়ের আন্দোলনের সমর্থনে এখানে উপবাস পালন করছি, গত দশ বছর ধরে যে একটানা অনশন করে চলেছে। এই দশটা বছর সে একফোটা জল বা খাবারের একটা দানাও মুখে তোলেনি। ২১ নভেম্বর ২০০০ থেকে তার নাকে জোর করে প্লাস্টিকের নল ঢুকিয়ে তাকে তরল খাদ্য খাওয়ানো হচ্ছে। একজন মানুষ যদি আত্মহত্যা করতে চায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারায় তাকে বড়ো জোর এক বছর হাজতে পুরে রাখা যায়। তাই প্রতিবছর তাকে লোক দেখানোর জন্য একবার ছেড়ে দেওয়া হয় — গান্ধীর জন্মদিনে বা আন্তর্জাতিক নারীদিবসে — ক'দিন পরেই ফের গ্রেপ্তার করা হয়! এইভাবে চলছে দশ–দশটা বছর।

এই মেয়ের নাম ইরম শর্মিলা চানু। কেন তার এই লাগাতার অনশন? ২০০০ সালের ২ নভেম্বর মণিপুরের মালোমে সেনাবাহিনী দশজন নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। এরকম কাণ্ড মণিপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনী করে চলেছে দীর্ঘকাল যাবৎ একটা আইনের জোরে। সেই আইন হল 'সশস্ত্র বাহিনীর (বিশেষ ক্ষমতা) আইন ১৯৫৮' AFSPA। ১৯৫৮ সালের এই কুখ্যাত আইন ১৯৮০ সাল থেকে মণিপুরে 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষণা করে সরাসরি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে মণিপুরে হিংসাত্মক ঘটনা ও সন্ত্রাস কয়েক গুণ বেড়ে যায়। মালোমের ঘটনার দিন তরুণ কবি শর্মিলা ওই শহরে উপস্থিত ছিল। পরদিন খবরের কাগজে ঘটনার ছবি ও খবর দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল, 'মাতৃভূমি রক্ষার জন্য' আমায় কিছু করতেই হবে। শুরু হল তার আমৃত্যু উপবাস।

পঞ্চাশ বছর ধরে সেনাবাহিনীর এই বিশেষ ক্ষমতা আইন AFSPA চালু রয়েছে মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচলে এবং ১৯৯০ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে। এই আইনের বলে কোন অঞ্চলকে 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষণা করে সেখানে মোতায়েন প্যারামিলিটারি ফোর্স সমন ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে যে কাউকে, সন্দেহের বশে কাউকে খুন করতে পারে, কারও ঘরে ঢুকে তল্লাসি চালাতে পারে। এই আইনের জোরে ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের ভিতর হত্যা, অত্যাচার, অপহরণ আর ধর্ষণ সবকিছুই অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশের ৫০% সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে দেশের ভিতর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নাম করে, কোন বিদেশি শত্রুর (!) মোকাবিলায় নয়।

শর্মিলার অনশনের একমাত্র দাবি মণিপুর থেকে AFSPA প্রত্যাহার করতে হবে। ২০০৪–এ যখন ইম্ফলে থাঙজাম মনোরমাকে সেনাবাহিনী ধর্ষণ করে হত্যা করল, এই আইন তুলে নেওয়ার দাবিতে জনআন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মণিপুর। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মণিপুরীদের দাবি খতিয়ে দেখার জন্য 'জীবন রেড্ডি কমিশন' বসান। ২০০৫ সালের ৬ জুন সেই কমিশন তার রিপোর্টে AFSPA বাতিল করার সুপারিশ করে। ২০০৯ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনারও ভারত সরকারকে একই সুপারিশ করেছে। ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত এইসব সুপারিশ অগ্রাহ্য করে চলেছে। তাই শর্মিলার অনশন আজও চলছে। আজ কাশ্মীরি যুবকদেরও দাবি কাশ্মীর থেকে AFSPA প্রত্যাহার করতে হবে।

যেভাবে উন্মাদের মতো অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজন বাড়িয়ে AFSPA –র মতো কালাকানুন (২০০৮ সালে যোগ হয়েছে UAPA) দিয়ে সন্ত্রাস আর হিংসাকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সর্বত্র; যেভাবে আত্মধ্বংসের পথে ধেয়ে চলেছে গোটা দুনিয়াটাই, পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল থামা, সরে আসা এবং এই উন্মত্ততার সঙ্গে পা মেলাতে অস্বীকার করা। এক নিষ্ঠুর আইনের বিরুদ্ধে শর্মিলার আন্দোলন, তার নীরব অথচ অনমনীয় প্রতিবাদের ধরন আজ বিশ্বের দেশে দেশে শান্তিকামী মানুষের নজর কেড়েছে। আমরাও তাই আজ এই অনশনে শামিল। আজ ৩ নভেম্বর ২০১০ সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা আমরা কলকাতার ধর্মতলায় অনশনে বসেছি। আর নয়, এখনই সারা দেশ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হত্যাকারী আইন AFSPA বাতিল করা হোক।

এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ইতিমধ্যে যাদের সম্মতি পাওয়া গেছে
স্বয়ংনিযুক্তি, আকিঞ্চন, মন্থন সাময়িকী, গণউদ্যোগ, ভূমধ্যসাগর পত্রিকা
এবং জনসংঘর্ষ সমিতি

ডাঃ সম্মথ নাথ ঘোষ (৯৪৩২০৮৯৮০৩)কর্তৃক এনআইআইটি প্রিন্টার্স, ২৭বি জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, কলকাতা হইতে প্রকাশিত।